চল্লিশতম পদের গোপন ইতিহাস - সংখ্যা ষোলো

দ্বিতীয় ধিক্কার — তৃতীয় অংশ

Jeff Pippenger
2026-06-18

জোন্সের যুক্তি

প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের প্রথম দূতকে পরবর্তী দুই দূত থেকে পৃথক করা যায় না—এই বিষয়ে জোনসের যুক্তি শিলাসদৃশ দৃঢ়। ওই তিন দূতের সঙ্গে তূর্যধ্বনি-দূতদের গাঠনিক সংযোগ তিনি যে সনাক্ত করেছেন, তা সম্পূর্ণরূপে অভেদ্য। তাঁর গুরুত্বারোপ নিঃসন্দেহে ছিল প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের তিন দূতের ওপর, কিন্তু তাদের "অবিচ্ছেদ্য" হিসেবে প্রয়োগ করার যে যুক্তি, তা তাদের পূর্ববর্তী সমস্ত দূতের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

প্রকাশিতবাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের তিন দূতের প্রতি তিনি মনোযোগ নিবদ্ধ করছিলেন বলে, তিনি তাঁর নিজস্ব যুক্তিকে তার চূড়ান্ত উপসংহার পর্যন্ত বহন করেননি। শেষ পর্যন্ত, প্রকাশিতবাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের তিন দূতের সঙ্গে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম হায়-তূরীকে সংযুক্ত করার জন্য তিনি যে যুক্তি ব্যবহার করেছিলেন, তাতে তূরীদের ধারাকে সাত তূরীধারী দূতের প্রথম জন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পেছনে নিয়ে যাওয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

> আর আমি সেই সাতজন স্বর্গদূতকে দেখলাম, যারা ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিল; এবং তাদের সাতটি তূর্য দেওয়া হলো। ... আর সেই সাতজন স্বর্গদূত, যাদের কাছে সাতটি তূর্য ছিল, তারা তূর্যধ্বনি করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করল। প্রকাশিত বাক্য 8:2, 6.

স্বর্গদূতদের ধারাবাহিকতা "সাত" তূর্যধারী স্বর্গদূতদের দিয়ে শুরু হয়, এবং প্রকাশিত বাক্যে স্বর্গদূতদের ক্রম প্রথম তূর্য থেকে শুরু করে পশুর ছাপ সম্বন্ধে তৃতীয় স্বর্গদূতের সতর্কবার্তা পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম চারটি তূর্য এবং শেষ তিনটি সর্বনাশের তূর্যের মধ্যে একটি পার্থক্য নির্ণয় করায় জোন্স সঠিক, কারণ "চার ও তিন"-এর সেই ভাববাণীমূলক কাঠামো মণ্ডলীগুলিতেও এবং মোহরসমূহেও পাওয়া যায়। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে তিন সাক্ষীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাদের, যারা দেখতে বেছে নেয়, এই বিষয়টি বুঝতে সক্ষম করে যে প্রতীকরূপে সাতের মধ্যেও চার একটি প্রতীক এবং তিন একটি প্রতীক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

একটি ঐশ্বরিক সংযোগ

আমরা সাম্প্রতিক অতীতে যা চিহ্নিত করে আসছি তা হলো, প্রকাশিতবাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূত ইসলামের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বনাশের একটি সময়-ভাববাণীর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত, এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের ক্ষমতায়ন 9/11-এ তৃতীয় সর্বনাশের পরিপূর্ণতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। জোন্সের প্রয়োগ যা চিহ্নিত করে, (যদিও তিনি আমার বক্তব্যটি উপস্থাপন করেননি) তা হলো, প্রকাশিতবাক্য আট অধ্যায়ের প্রথম তূর্য-স্বর্গদূত থেকে প্রকাশিতবাক্য এগারো অধ্যায়ের তৃতীয় সর্বনাশের তূর্য পর্যন্ত প্রতিটি স্বর্গদূত প্রকাশিতবাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের তিন স্বর্গদূতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। তারা একই ভাববাণীমূলক রেখার অন্তর্গত প্রতীক। প্রত্যেকে

স্বর্গদূত যে বিভিন্ন ভূমিকার প্রতিনিধিত্ব করে, তা বুঝতে হলে তাদের সেইরূপে স্বীকার করতে হবে। অতএব, যেমন সাতটি মণ্ডলী, মোহর এবং তূর্য সাতের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং সেই সঙ্গে সাতের সামগ্রিক প্রতীকতত্ত্বের মধ্যে চার ও তিনের প্রতীককেও (মণ্ডলী, মোহর ও তূর্য) উপস্থাপন করে; তেমনি সাত তূর্য-স্বর্গদূতের প্রথমজন থেকে শুরু করে তৃতীয় স্বর্গদূত পর্যন্ত স্বর্গদূতদের এই ধারাটিকে একটি সমগ্ররূপে বিবেচনা করতে হবে। এর দ্বারা এগারো স্বর্গদূতের একটি ধারা চিহ্নিত হয়।

প্রকাশিতবাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের তিন স্বর্গদূত সেই সতর্কবাণীর প্রতিনিধিত্ব করে, যা মিলারাইটরা বিচারকার্যের সূচনার ঘোষণা করেছিল; এবং পরবর্তীতে সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সতর্কবাণীরও প্রতিনিধিত্ব করে, যা বিচারকার্যের সমাপ্তির ঘোষণা করছে।

সাতটি তূর্য এমন শক্তিগুলিকে নির্দেশ করে, যেগুলিকে ঈশ্বর তাঁর প্রভিডেন্সের দ্বারা ব্যবহার করেছিলেন সেই জাতিসমূহের ওপর বিচার আনয়নের জন্য, যারা সূর্য-উপাসনা বলবৎ করেছিল।

প্রথম চারটি তূরী ৪২৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পশ্চিম রোমের ক্রমবর্ধমান পতনকে চিহ্নিত করে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠটি ১৪৪৯ থেকে ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত পূর্ব রোমের পতনকে চিহ্নিত করে।

শেষ তিনটি তূর্য তিনটি সির্বনাশের ইসলামকে প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রকাশিত বাক্য দশ অধ্যায়ের সেই স্বর্গদূত হলেন খ্রিস্ট, যিনি আন্দোলনটিকে শুরুতে ক্ষমতায়িত করার জন্য অবতরণ করেন; এবং তিনি আবার প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ে অবতরণ করেন, আন্দোলনটিকে শেষে ক্ষমতায়িত করার জন্য।

প্রতীকী প্রায়শ্চিত্তের দিবসস্বরূপ যে বিচারকার্য, তার সূচনাকালে ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর সপ্তম তূরীধ্বনি বেজে উঠতে শুরু করে। প্রায়শ্চিত্তের দিবসে জুবিলীর তূরীধ্বনি ধ্বনিত হওয়ার কথা ছিল। অতএব বিচারের সময় দুইটি তূরীধ্বনি ধ্বনিত হয়; জুবিলীর তূরী এবং সপ্তম তূরী।

> তখন তুমি সপ্তম মাসের দশম দিনে জুবিলীর তূরীধ্বনি করাবে; প্রায়শ্চিত্তের দিনে তোমরা তোমাদের সমগ্র দেশে তূরীধ্বনি করাবে। আর তোমরা পঞ্চাশতম বছরকে পবিত্র করবে, এবং সেই দেশের সমস্ত অধিবাসীদের জন্য সমগ্র দেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে; এটি তোমাদের জন্য জুবিলী হবে; এবং প্রত্যেকে আপন আপন সম্পত্তিতে ফিরে যাবে, এবং প্রত্যেকে আপন আপন পরিবারে ফিরে যাবে। সেই পঞ্চাশতম বছর তোমাদের জন্য জুবিলী হবে; তাতে তোমরা বপন করবে না, তাতে আপনা-আপনি যা উৎপন্ন হয় তা কাটবে না, এবং তোমার অছাঁটা দ্রাক্ষালতার দ্রাক্ষাও সংগ্রহ করবে না। লেবীয় পুস্তক ২৫:৯–১১।

লেবীয় পুস্তকের ঠিক পরবর্তী অধ্যায়ে অবস্থিত, ইস্রায়েলের “সাত কাল” ধরে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যে প্রেক্ষাপট শনাক্ত করে, তা প্রায়শ্চিত্ত দিবসে যোবেল-তূরীধ্বনি দেওয়ার নির্দেশনার পূর্ববর্তী পদসমূহে উপস্থাপিত হয়েছে।

> ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছে বল, এবং তাদের বল, আমি তোমাদের যে দেশে নিয়ে যাচ্ছি, তোমরা যখন সেই দেশে প্রবেশ করবে, তখন সেই দেশ সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক বিশ্রামবার পালন করবে। ছয় বছর তুমি তোমার ক্ষেতে বপন করবে, এবং ছয় বছর তুমি

> তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ছাঁটবে, ও তার ফল সংগ্রহ করবে; কিন্তু সপ্তম বছরে দেশেটির জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রামের এক বিশ্রামবার হবে, সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক বিশ্রামবার; তুমি তোমার ক্ষেতে বপন করবে না, এবং তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ছাঁটবে না। তোমার ফসল থেকে যা আপনাআপনি জন্মায়, তা তুমি কাটবে না; এবং তোমার অছাঁটা দ্রাক্ষালতার আঙুর সংগ্রহ করবে না; কারণ এটি দেশের জন্য বিশ্রামের এক বছর। আর দেশের বিশ্রামবারের উৎপন্ন তোমাদের খাদ্য হবে; তোমার জন্য, তোমার দাসের জন্য, তোমার দাসীর জন্য, তোমার ভাড়াটে কর্মচারীর জন্য, এবং তোমার সঙ্গে বসবাসকারী বিদেশীর জন্যও; এবং তোমার গবাদি পশুর জন্য, ও তোমার দেশে যে বন্য পশু আছে তাদের জন্যও, তার সমস্ত উৎপন্ন খাদ্য হবে। আর তুমি তোমার জন্য বছরের সাতটি বিশ্রামবার গণনা করবে, অর্থাৎ সাতবার সাত বছর; এবং বছরের সেই সাতটি বিশ্রামবারের কাল তোমার জন্য ঊনপঞ্চাশ বছর হবে। লেবীয় পুস্তক ২৫:২–৮।

যখন মালির ছাব্বিশতম অধ্যায়ে দেশের জন্য নির্ধারিত সাব্বাথ-বিশ্রাম ভঙ্গ করার কারণে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ঘোষিত বিচারকে উপলব্ধি করলেন, তখন তিনি সেই নীতি প্রয়োগ করলেন যে এক দিন এক বছরের প্রতিনিধিত্ব করে; এবং তিনি আবিষ্কার করলেন যে এক বছর তিনশত ষাট দিন, এবং সাত গুণ তিনশত ষাট ছিল চুক্তি ভঙ্গের জন্য দুই হাজার পাঁচশত বিশ বছরের শাস্তি। এটাই ছিল তাঁর আবিষ্কৃত প্রথম ভাববাণীমূলক সত্য। এটি সেই সত্যসমষ্টির ভিত্তি, যা মালাখির কার্যকলাপের মাধ্যমে খ্রিষ্ট স্থাপন করেছিলেন। যোবেলের তূর্য হল মুক্তি ও স্বাধীনতার ঘোষণা।

সপ্তম তূর্যধ্বনি তৃতীয় দুর্দশার ইসলাম।

> কিন্তু সপ্তম স্বর্গদূতের কণ্ঠধ্বনির দিনগুলোতে, যখন সে তূরী বাজাতে আরম্ভ করবে, তখন ঈশ্বরের নিগূঢ় রহস্য সমাপ্ত হবে, যেমন তিনি তাঁর দাস ভাববাদীদের কাছে ঘোষণা করেছেন। প্রকাশিত বাক্য ১০:৭।

ইসলামের সপ্তম তূরী একটি বাহ্যিক ভাববাণীমূলক সত্য, এবং যোবেলের তূরী বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণ্য হওয়ার অন্তর্নিহিত ভাববাণীমূলক সত্য—পাপ থেকে মুক্তি, যা সিস্টার হোয়াইটের মতে সত্যরূপে তৃতীয় দূত। সেই সময়পর্বে যখন সপ্তম তূরী ধ্বনিত হচ্ছে, "তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট, মহিমার আশা"—এই রহস্য সিদ্ধ হবে, যখন খ্রীষ্ট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মানবত্বের সঙ্গে তাঁর ঐশ্বর্যকে সংযুক্ত করবেন। যারা তখন ঈশ্বরের মোহর গ্রহণ করবে, তারা একটি সতর্কবাণীর তূরী-বার্তা ঘোষণা করবে, যা তৃতীয় সর্বনাশরূপে এবং তৃতীয় দূতের সতর্কবাণীরূপেও উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় সর্বনাশ তৃতীয় দূতের বার্তাকে শক্তিশালী করে, যখন সেই দূত, যিনি যীশু খ্রীষ্টের চেয়ে কোনো অংশে কম ব্যক্তিত্ব নন, তাঁর হাতে একটি বার্তা নিয়ে অবতরণ করেন।

যখন আমরা চিহ্নিত করি যে প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বনাশের একটি সময়-ভাববাণী প্রথম দূতের বার্তাকে শক্তি প্রদান করেছিল, এবং তৃতীয় সর্বনাশের একটি ভাববাণী তৃতীয় দূতের বার্তাকে শক্তি প্রদান করে, তখন আমরা তূর্যধ্বনিগুলিকে 'রবিবার বলবৎকরণের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রোমের ওপর আনা বিচারসমূহ' হিসেবে চিহ্নিত করছি। সেই ঐশ্বরিক বিধিনাধীন বিচারসমূহ, বিশেষত শেষ তিনটি সর্বনাশের তূর্যধ্বনি, প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের তিন দূতের সতর্কবার্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সমান্তরাল। মালাখীয় ইতিহাসে দুইটি সর্বনাশ ও দুই জন দূত, এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বনাশ ও তৃতীয় দূত। প্রথম ও দ্বিতীয় দূতের প্রারম্ভিক ইতিহাসে, বিচারের উদ্বোধনের বার্তাটি প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বনাশের ইসলামের একটি পরিপূর্ণতার দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। তৃতীয় দূতের সমাপনী

ইতিহাসে, বিচারের সমাপ্তি ঘোষণা-করা বার্তাটি তৃতীয় সর্বনাশের ইসলামের একটি পরিপূর্ণতার দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল।

আরম্ভে এবং শেষে যে ক্ষমতায়ন ঘটেছিল, তা প্রকাশিতবাক্য দশ ও আঠারোর সেই স্বর্গদূতের দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল, “যিনি যীশু খ্রিষ্ট ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না।” ইসলামের বাহ্যিক বার্তা এবং বিচার-বার্তার অভ্যন্তরীণ বার্তা—এটি বাহ্যিক তৃতীয় সর্বনাশের তূর্য, আর বিচার-বার্তার অভ্যন্তরীণ বার্তাই তৃতীয় স্বর্গদূতের তূর্য। ইসলামের বাহ্যিক তূর্য হলো দুই হাজার পাঁচশত কুড়ি বছরের ভবিষ্যদ্বাণী, এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের অভ্যন্তরীণ তূর্য হলো দুই হাজার তিনশত বছর। উভয়ই মৃতদের বিচারের সূচনায় উপস্থিত হয়ে ধ্বনিত হয়েছিল, এবং উভয়ই আবার জীবিতদের বিচারের সূচনায় উপস্থিত হয়েছিল।

প্রকাশিত বাক্য দশের দূত ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং তা করতে গিয়ে সেই দূত প্রকাশিত বাক্য আঠারোর দূতের অবতরণকে ইসলামের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার সঙ্গে প্রতিরূপিত করেছিলেন। ৩২১ সালে রবিবার-আইনের বিদ্রোহের উপর ঈশ্বরের বিচার, এবং পরে আবার ৫৩৮ সালে, প্রথম ছয়টি তূরী দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে; আর অতি শীঘ্র আগত রবিবার-আইনের বিদ্রোহের জন্য তাঁর বিচার সপ্তম তূরী দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে, যা তৃতীয় সর্বনাশ এবং একই সঙ্গে তৃতীয় দূতও। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর বিচারের সূচনার সতর্কবার্তা এবং 9/11-এ জীবিতদের বিচারের সতর্কবার্তা—উভয়ই জোন্স যে ক্রম উপস্থাপন করেছিলেন সেই ক্রমে সপ্তম দূত দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে ছয় তূরী-দূত, তারপর দশম অধ্যায়ে সেই দূত অবতীর্ণ হন, যিনি যীশু খ্রীষ্টের চেয়ে কম কোনো ব্যক্তিত্ব নন। তিনি সেই দূতদের ক্রমে সপ্তম, যার পর একাদশ অধ্যায়ে আসে তৃতীয় সর্বনাশ, যা সপ্তম তূরী—যার ধ্বনি ১৮৪৪ সালে শুরু হয়েছিল—কিন্তু দূতদের ধারাবাহিকতায় এটি অষ্টম, যা প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দের নবম, দশম ও একাদশ দূতদের দিকে নিয়ে যায়।

তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতদের বার্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; তবে এটিকেও ধর্মত্যাগের উপর ঈশ্বরের বিচারের সাতটি তূর্যধ্বনি থেকে পৃথক করা যায় না। প্রকাশিতবাক্যের অষ্টম অধ্যায়ে বিচারের প্রথম চারটি তূর্য ৩২১ সালে কনস্টান্টাইনের প্রথম রবিবার-আইনের পর পশ্চিম রোমের ক্রমবর্ধমান পতনকে নির্দেশ করে এবং ৩৩০ সালে সাম্রাজ্যকে পূর্ব ও পশ্চিমে তাঁর বিভাজনের সময় থেকে তা শুরু হয়।

> “যখন আমাদের জাতি তার আইনসভাগুলিতে এমন আইন প্রণয়ন করবে, যা মানুষের বিবেককে তাদের ধর্মীয় অধিকারসমূহের বিষয়ে বদ্ধ করবে, রবিবার-আচরণ বাধ্যতামূলক করবে, এবং যারা সপ্তম-দিনের সাবাথ পালন করে তাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করবে, তখন আমাদের দেশে ঈশ্বরের ব্যবস্থা সকল বাস্তব উদ্দেশ্যে অকার্যকর করে দেওয়া হবে; এবং জাতীয় ধর্মত্যাগের পর জাতীয় সর্বনাশ অনিবার্যরূপে অনুসরণ করবে।” Review and Herald, December 18, 1888.

জাতীয় ধর্মত্যাগ জাতীয় ধ্বংস ডেকে আনে—এই নীতি কনস্টান্টাইনের জাতির ওপর কার্যকর হয়েছিল প্রথম চারটি তূর্যের মাধ্যমে, যা ৪৭৬ সালের মধ্যে পশ্চিম রোমকে তার পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে দেয়। পূর্ব রোম ১৪৫৩ সালে তার পরিসমাপ্তিতে পৌঁছায়, যদিও ভবিষ্যদ্বাণীমতে তা ১৪৪৯ সালের ২৭ জুলাই তার জাতীয় সার্বভৌমত্ব হারিয়েছিল। বাবিলের বিপরীতে, যা এক রাতেই উচ্ছিন্ন হয়েছিল, রোম—পশ্চিম ও পূর্ব উভয়ই—ক্রমাগতভাবে তাদের সমাপ্তির দিকে আনা হয়েছিল। ৪৭৬ সালের মধ্যে প্রথম

চারটি তূর্যের অধীনে পশ্চিম রোমের পতন, চারটি তূর্যের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের পতনকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা এক স্তরে ১৭৯৮ সালে শুরু হয়ে রবিবার-ব্যবস্থায় সমাপ্ত হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের চার প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করে। ঐ চার প্রজন্ম অ্যাডভেন্টবাদের চার প্রজন্মের সমান্তরাল, যা প্রকাশিত বাক্য দুই অধ্যায়ের প্রথম চারটি মণ্ডলীর সমান্তরাল, এবং যিহিষ্কেলে আট অধ্যায়ের ক্রমবর্ধমান চারটি ঘৃণ্য বিষয় ও যোয়েল গ্রন্থের পঙ্গপালের চারটি ঢেউয়েরও সমান্তরাল।

> কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বলেন: আমি যখন আমার চারটি কঠোর বিচার—তরবারি, দুর্ভিক্ষ, হিংস্র জন্তু ও মহামারী—যিরূশালেমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করি, যাতে তা থেকে মানুষ ও পশু উভয়কেই উচ্ছিন্ন করি, তখন তা কতই না অধিক ভয়ংকর হবে! Ezekiel 14:21.

পঞ্চম ও ষষ্ঠ তূর্য পূর্ব রোমকে পতিত করেছিল; আর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সম্পর্কের দৃষ্টিতে পশ্চিম রোমের তুলনায় পূর্ব রোম রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করে। পশ্চিম রোম মণ্ডলীকে প্রতিনিধিত্ব করে। পশ্চিম রোম যুক্তরাষ্ট্রকেও প্রতিনিধিত্ব করে, যা প্রথমে পরাজিত হয়, যেমন পশ্চিম রোম হয়েছিল।

> “যখন ধর্মীয় স্বাধীনতার দেশ আমেরিকা, বিবেককে বলপূর্বক বশীভূত করতে এবং মানুষকে ভ্রান্ত বিশ্রামবারকে সম্মান জানাতে বাধ্য করতে পাপাসির সঙ্গে একত্রিত হবে, তখন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের লোক তার উদাহরণ অনুসরণ করতে পরিচালিত হবে।” Testimonies, volume 6, 18.

প্রথম চারটি তূর্য আমেরিকার ইতিহাসের চার প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং যখন যুক্তরাষ্ট্র পতিত হয়, তখন দানিয়েল এগারোর একচল্লিশতম পদের গৌরবময় দেশটি সদ্য পতিত হয়েছে, এবং পরবর্তী প্রতিবন্ধক হলো মিশর, যা বিশ্বের অবশিষ্ট জাতিসমূহের প্রতীক। তখন জাতিসংঘ, যারা দশ রাজা, প্রকাশিতবাক্য সতেরো অধ্যায়ে উল্লিখিত ‘অল্পক্ষণ—এক ঘন্টা’-র জন্য তাদের সপ্তম রাজ্য পাপতন্ত্রকে দিতে সম্মত হয়। এটি হেরোদের জন্মদিনের ভোজসভায় সংঘটিত হয়, যখন সে তার রাজ্যের অর্ধেক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। হেরোদের জন্মদিনের ভোজসভায়, সেই ঘন্টায় প্রাচীরের প্লাস্টারের উপর হস্তলিপি প্রকাশিত হয়, এবং বেলশৎসর নিহত হয়। সেই ঘন্টা রবিবার-আইনের সময় উপস্থিত হয় এবং মানবীয় পরীক্ষাকালের সমাপ্তি পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। ১৪৫৩ সালে পতিত কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরধ্বংস দ্বারা যেভাবে তা পূর্বচিত্রিত হয়েছিল, সেইরূপ সপ্তম রাজ্য বিজিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে রবিবার-আইন থেকে, যা ১৪৪৯ দ্বারা পূর্বচিত্রিত; ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের পতন পর্যন্ত সময় হলো চার প্রতীকী বছর। ১৭৯৮ সালে পাপতন্ত্র তার প্রাণঘাতী আঘাত লাভ করেছিল।

দানিয়েল এগারো অধ্যায়ের চল্লিশতম পদে, শেষকালে ১৭৯৮ সালে পাপতন্ত্রের পতন ঘটে। তারপর, শেষকালে ১৯৮৯ সালে দক্ষিণের রাজা পতিত হয়। একচল্লিশতম পদে যুক্তরাষ্ট্র পতিত হয়, বিয়াল্লিশতম পদে মিসর পতিত হয়, এবং পঁয়তাল্লিশতম পদে পাপতন্ত্র তার দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পতনে উপনীত হয়।

> “দানিয়েল ও প্রকাশিতবাক্যের গ্রন্থসমূহে যেভাবে জাতিসমূহের উত্থান ও পতন স্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে, সেখান থেকে আমাদের শিখতে হবে যে কেবল বাহ্যিক ও জাগতিক গৌরব কতই না মূল্যহীন। বাবিল, তার সমস্ত শক্তি ও মহিমাসহ—যার সমতুল্য আমাদের পৃথিবী আর কখনও দেখেনি,—সে শক্তি ও মহিমা, যা সেই সময়ের মানুষের কাছে এত স্থির ও স্থায়ী বলে প্রতীয়মান হয়েছিল,—তা কত সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে!

> 'ঘাসের ফুল'-এর ন্যায়, তা বিনষ্ট হয়েছে। যাকোব ১:১০। এভাবেই বিনষ্ট হয়েছে মাদীয়-পারস্য রাজ্য, এবং গ্রিস ও রোমের রাজ্যসমূহ। আর এভাবেই বিনষ্ট হয় সেই সমস্ত কিছু, যার ভিত্তি ঈশ্বর নন। কেবল তাই স্থায়ী হতে পারে, যা তাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত এবং তাঁর চরিত্রকে প্রকাশ করে। তাঁর নীতিসমূহই আমাদের জগতের পরিচিত একমাত্র অবিচল বিষয়।" ভাববাদী ও রাজারা, ৫৪৮।

একচল্লিশতম পদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (মিথ্যা ভাববাদী) পতন ১৪৪৯ দ্বারা প্রতিরূপিত হয়েছিল, এবং বিয়াল্লিশতম পদে মিসরের (অজগর) পতন ১৪৫৩ দ্বারা প্রতিরূপিত হয়েছিল; আর পাপতন্ত্র (পশু) ১৭৯৮ দ্বারা প্রতিরূপিত সেই অবস্থায় এমন পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে, যখন তাকে সাহায্য করার কেউ থাকে না। মিথ্যা ভাববাদী ও অজগর তূর্যশক্তিগুলোর দ্বারা নত করা হয়, এবং পশুকে নত করা হয় এক অজগরশক্তির দ্বারা।

চার সংখ্যা একটি রাজ্যের বিলুপ্তির প্রতীক। আলেকজান্ডারের রাজ্য চারটি রাজ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, এবং চতুর্থ প্রজন্মে মিশর লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল, এবং ইস্রায়েলে যিহিষ্কেলে আট-এর চতুর্থ ঘৃণ্যতায় সূর্যের কাছে নত হচ্ছে। পৃথিবীর পশুর মধ্যে প্রোটেস্ট্যান্টবাদের এবং রিপাবলিকানদের চার প্রজন্ম ১৭৯৮ সালে শুরু হয়েছিল এবং উভয় শৃঙ্গের জন্য অদূরাগত রবিবার আইনে সমাপ্ত হয়। যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যিহিষ্কেলের চারটি ভয়াবহ বিচার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চারটি বিচারের দৃষ্টান্ত প্রদান করে, এবং বাইবেলের ভাববাণীর ষষ্ঠ রাজ্যের উপর সেই চারটি বিচার ১৪৪৯ থেকে ১৪৫৩ পর্যন্ত চার বছরের প্রতিরূপ, যখন বাইবেলের ভাববাণীর সপ্তম রাজ্য সম্মত হয় তাদের রাজ্যের অর্ধেক পাপাসির হাতে অর্পণ করতে, এমন এক গির্জা ও রাষ্ট্র-সম্পর্কে, যার উপর তূরের বেশ্যা শাসন করে।

১৪৪৯ থেকে ১৪৫৩—এই চার বছর রবিবার-আইনের সময় সপ্তম রাজ্যের পতনকে নির্দেশ করে, এবং একই সঙ্গে এগুলি রবিবার-আইন থেকে অনুগ্রহের সময়-সমাপ্তি পর্যন্ত অষ্টম রাজ্যের পতনের সময়কালকেও নির্দেশ করে। মিসরের জয়লাভ—যে মিসর জগতকে নির্দেশ করে এবং সেই সঙ্গে সেই নাগকেও, যাকে পাপাসির হাতে সমর্পণ করা হয়েছে—১৪৪৯ থেকে ১৪৫৩ এই চার বছরের দ্বারা প্রতীকায়িত সময়কালের সূচনায় একটি ফ্র্যাক্টাল। এর দ্বারা রবিবার-আইনের সময় কনস্টান্টিনোপলের পতন চিহ্নিত হয়, এবং পরে আবার যখন মীখায়েল দাঁড়িয়ে ওঠেন। মীখায়েল দাঁড়িয়ে উঠলে, অনুপ্রেরণা অনুসারে, চার স্বর্গদূত সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা হয়।

> "আমি দেখলাম যে, যীশুর পবিত্রধামে কার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সেই চার স্বর্গদূত চার বায়ুকে ধরে রাখবেন, এবং তারপর সাতটি শেষ মহামারী এসে উপস্থিত হবে।" Early Writings, 36.

আলেকজান্ডারের রাজ্যের চার বিভাগ, পশ্চিমা রোমের উপরে চার তূর্য, পূর্বাঞ্চলীয় রোমের উপরে মুক্ত চার বায়ু, যিরূশালেমের উপরে চার কঠোর বিচার, এবং পাপাসির এমন পরিণতির সময় মুক্ত চার বায়ু, যখন তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ থাকবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীকসমূহ উপস্থাপিত হওয়ায়, আমরা শীঘ্রই আগমনশীল রবিবার-আইনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় সর্বনাশটি বিবেচনা করব।

ফ্লোরেন্সের কাউন্সিল

১৪৩৯ সালে, ফ্লোরেন্স কাউন্সিলে (যাকে ফ্লোরেন্সের ঐক্যও বলা হয়), পূর্বীয় অর্থোডক্স চার্চের প্রতিনিধিরা (বাইজেন্টাইন সম্রাট জন অষ্টম পালাইওলোগোস এবং কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্কের নেতৃত্বে) রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে ঐক্যের একটি আনুষ্ঠানিক ফরমান স্বাক্ষর করেন। তাঁরা রোমের পোপকে সমগ্র চার্চের প্রধান (সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব) হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হন।

> কারণ স্বামী স্ত্রীর মস্তক, যেমন খ্রিষ্ট মণ্ডলীর মস্তক; এবং তিনিই সেই দেহের ত্রাণকর্তা। ইফিষীয় ৫:২৩।

নাইসিন ধর্মবিশ্বাসপত্র

সম্রাট ও পিতৃপুরুষ নিকীয় বিশ্বাসঘোষণায় "Filioque clause" গ্রহণ করেছিলেন, যা নিকীয় বিশ্বাসঘোষণার একটি সংযোজন ছিল; এতে দাবি করা হয় যে পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্রের নিকট হইতে উদ্ভূত হন। নিকীয় বিশ্বাসঘোষণা ক্যাথলিক বিশ্বাসের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক ব্যবহৃত ঘোষণাসমূহের একটি। নিকীয় বিশ্বাসঘোষণা ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের মূল মতবাদসমূহের একটি আনুষ্ঠানিক সারসংক্ষেপ। এটি মূলত যীশু খ্রিষ্ট কে, সেই বিষয়ে সত্যকে রক্ষা করার জন্য রচিত হয়েছিল। ৩২৫ সালে একটি গুরুতর বিতর্কের উদ্ভব হয়, কারণ আরিয়ুস নামে এক যাজক শিক্ষা দিতেন যে যীশু পিতা ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর ছিলেন না।

সম্রাট কনস্টান্টাইন এই বিতর্কের নিষ্পত্তির জন্য প্রথম নাইসিয়া পরিষদ আহ্বান করেছিলেন। পরিষদ দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করেছিল যে যীশু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর, পিতার সঙ্গে "একই সত্তার"। পরবর্তীকালে ৩৮১ সালে কনস্টান্টিনোপলের পরিষদে এই বিশ্বাসপত্র সম্প্রসারিত করা হয়। এই স্থানে লক্ষ্য করা উচিত যে, নাইসিয় বিশ্বাসপত্র কনস্টান্টাইন প্রথমের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং তা শেষে কনস্টান্টাইনের জন্যও একটি বিষয় হয়ে দাঁড়াত, যিনি ছিলেন কনস্টান্টাইন একাদশ, পূর্ব বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট। কনস্টান্টাইন মহান, যিনি প্রথম, তাঁকে বারবার বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে একটি বিষয়রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি পূর্ব সাম্রাজ্যের সূচনাকালের শাসক, এবং সেইজন্য তিনি পূর্ব সাম্রাজ্যের সমাপ্তিকালের শাসকের প্রতিরূপ। নাইসিয় বিশ্বাসপত্র যে উভয়—আরম্ভকি ও সমাপনী—ইতিহাসেরই একটি উপাদান, তা ভবিষ্যদ্বাণীর একজন শিক্ষার্থীর অবশ্যই লক্ষ্য করা উচিত, যদি সে আলফা ও ওমেগার নীতিটি বুঝে থাকে।

৩৮১ সালে, নিকীয় বিশ্বাসপত্রকে পারগেটরির মতবাদ, ইউখারিস্টের মতবাদ, এবং ইউখারিস্টের জন্য খামিরবিহীন রুটির ব্যবহার গ্রহণের মাধ্যমে হালনাগাদ করা হয়, যা ছিল একটি লাতিন প্রথা। ৩৮১ সালের এই বিশ্বাসপত্র মূল পাপ এবং পরকাল সম্পর্কে ক্যাথলিক উপলব্ধিকেও গ্রহণ করেছিল। এটি এই গুরুত্বপূর্ণ পংক্তির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছিল: "আমরাও নির্ধারণ করি যে পবিত্র প্রেরিত-আসন এবং রোমান পন্টিফি সমগ্র বিশ্বের উপর প্রাধান্য ধারণ করেন এবং তিনি খ্রিস্টের সত্য প্রতিনিধি।"

ফ্লোরেন্স কাউন্সিলে ১৪৩৯ সালের ৬ জুলাই আরেকটি নিবিড় সংস্করণে স্বাক্ষর করা হয়, যা ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল অটোমান তুর্কদের হাতে পতিত হওয়ার ১৪ বছর আগে। এই ঐক্যটি প্রবল রাজনৈতিক চাপের অধীনে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। অগ্রসরমান অটোমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিম থেকে সামরিক সহায়তা পাওয়ার জন্য বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য মরিয়া ছিল। গ্রিক প্রতিনিধিরা দেশে ফিরে গেলে, পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ যাজক, সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষের দ্বারা সেই চুক্তি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। এতে স্বাক্ষরকারী

অধিকাংশ বিশপ পরবর্তীকালে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করেন। এই ঐক্য কখনোই পূর্ণভাবে কার্যকর করা হয়নি এবং পরবর্তী বছরগুলোতে পূর্বাঞ্চলীয় অর্থডক্স চার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল পতিত হওয়ার সময়ের মধ্যে, এই ঐক্য ইতোমধ্যেই কার্যত ভেঙে পড়েছিল। ইতিহাসবিদেরা প্রায়ই একে এমন একটি রাজনৈতিক ঐক্য হিসেবে বর্ণনা করেন, যা গভীর ধর্মতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং জনসাধারণের প্রতিরোধের কারণে ব্যর্থ হয়েছিল।

খ্রিষ্টীয় ৩২৫ সালে অনুষ্ঠিত নাইসিয়ার প্রথম পরিষদে নাইসিন ধর্মবিশ্বাসপত্র গৃহীত হয়। এটি ৩৩০ সালের পাঁচ বছর পূর্বে চিহ্নিত, যে সময়ে দানিয়েল ১১ অধ্যায়ের ২৪ পদে একটি “কাল” হিসেবে উপস্থাপিত ৩৬০ বছর সমাপ্ত হয়েছিল।

> সে শান্তিপূর্ণভাবে এমনকি প্রদেশের সর্বাধিক উর্বর স্থানগুলিতেও প্রবেশ করবে; এবং সে এমন কাজ করবে, যা তার পিতৃপুরুষরা করেনি, এমনকি তার পিতৃপুরুষদের পিতৃপুরুষেরাও করেনি; সে তাদের মধ্যে লুণ্ঠিত দ্রব্য, লুট, ও ধনসম্পদ ছড়িয়ে দেবে; হ্যাঁ, সে এক সময়ের জন্য দুর্গসমূহের বিরুদ্ধে তার কৌশল পরিকল্পনা করবে। দানিয়েল ১১:২৪।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩১ সাল এবং ৩৩০—উভয়ই দানিয়েল ১১-এর সাতাশ ও ঊনত্রিশ পদে উল্লিখিত “নির্দিষ্ট সময়”-কে চিহ্নিত করে।

> আর এই উভয় রাজাদের হৃদয় অনিষ্ট সাধনের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে, এবং তারা একই ভোজের টেবিলে বসে মিথ্যা কথা বলবে; কিন্তু তা সফল হবে না; কারণ শেষকাল এখনও নির্ধারিত সময়েই হবে। ... নির্ধারিত সময়ে সে ফিরে আসবে এবং দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হবে; কিন্তু তা পূর্বের মতোও হবে না, পরের মতোও হবে না। দানিয়েল ১১:২৭, ২৯।

পূর্ব রোমের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখার সূচনা (330) এবং সমাপ্তি(1449–1453) প্রথম ও শেষ সম্রাট কনস্টান্টাইনের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। পূর্ব রোমের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখার আলফা ও ওমেগা, যাকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য বলা হয়, তা 31 খ্রিস্টপূর্বে অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধ থেকে 330 সাল পর্যন্ত সর্বময়ভাবে শাসিত তিন শত ষাট বছরের সাম্রাজ্যিক রোমের সমাপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত, এবং তারপর 1453 সাল পর্যন্ত অগ্রসর হয়। 31 খ্রিস্টপূর্বে অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধের পূর্বে মার্ক অ্যান্টনি ও অগাস্টাস সিজার এক টেবিলে মিথ্যা বলেছিল, যা সফল হয়নি। 330 সালের পূর্বে, 325 সালে নিসিয়ার ধর্মস্বীকারপত্র গৃহীত হয়। 1453 সালের পূর্বে সেই একই নিসিয়ার ধর্মস্বীকারপত্রের হালনাগাদ সংস্করণ গৃহীত হয়। 31 খ্রিস্টপূর্বের পূর্বে দুই রাজনৈতিক ব্যক্তি এক টেবিলে মিথ্যা বলেছিল। 325 সালে আধ্যাত্মিক মিথ্যা এক টেবিলে বলা হয়েছিল। ঐ দুই সাক্ষী 1439 সালে ফ্লোরেন্স কাউন্সিলে গৃহীত রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক মিথ্যাগুলিকে শনাক্ত করে। নিসিয়ার সেই হালনাগাদ ধর্মস্বীকারপত্রকে ঐক্যের ফরমান বলা হতো।

এক টেবিলে মিথ্যার প্রথম চিহ্ন ৩১ খ্রিস্টপূর্বের পূর্বে ছিল, এবং তা ছিল পৌত্তলিক রোমের দুই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে। ঐ মিথ্যাগুলির জন্য নির্ধারিত সময় ছিল ৩১ খ্রিস্টপূর্ব, এবং তা গঠিত ছিল অগাস্টাস দ্বারা—মিশরকে প্রতিনিধিত্বকারী এক পুরুষ ও এক নারীর সংঘবদ্ধ জোটের বিরুদ্ধে রোমের প্রতীক হিসেবে। মিথ্যার দ্বিতীয় ধাপ ছিল ৩২৫ সালে, এবং নির্ধারিত সময় ছিল ৩৩০। মিথ্যার তৃতীয় ধাপ ছিল ১৪৩৯ সালে, এবং নির্ধারিত সময় ছিল ১৪৪৯–১৪৫৩। ১৪৩৯ সালে টেবিলে যারা ছিল, তারা পশ্চিম ও পূর্ব রোমকে প্রতিনিধিত্ব করছিল; সেখানে পূর্ব রোম একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য অন্বেষণ করছিল, ধর্মীয় এক যুক্তিতে সম্মত হওয়ার মাধ্যমে। ৩১ খ্রিস্টপূর্ব, তারপরে ৩৩০, এবং

তারপর ১৪৫৩—এসব রোমের রেখার এক ত্রিবিধ প্রয়োগকে উপস্থাপন করে।

মার্ক অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রার জোটের রাজনৈতিক হুমকি ৩২৫ সালে আরিয়ানবাদ নামক ধর্মবিরোধিতার আধ্যাত্মিক হুমকির প্রতিরূপ ছিল, যা আবার ১৪৩৯ সালে ইসলামী তুর্কিদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় হুমকির প্রতিরূপ ছিল।

নিকিয় বিশ্বাসপত্রের মতবাদসমূহ মিথ্যা, এবং তাতে কোনো সত্য নেই। ১৪৩৯ সালের ৬ জুলাই, ফ্লোরেন্সের কাউন্সিলে স্বাক্ষরিত দলিলটিকে 'ঐক্যের ফরমান' বলা হয়েছিল, এবং তা একই মিথ্যাগুলোকেই, বরং আরও অধিক, উপস্থাপন করেছিল। ১৪৩৯ সালে প্রতিনিধিরা যখন কনস্টান্টিনোপলে ফিরে এলেন, তখন তাঁদের ক্রোধ ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগের মুখোমুখি হতে হয়। এই উক্তিটি চারদিকে প্রচলিত হয়ে পড়ল: "পোপের মিত্রের চেয়ে তুর্কির পাগড়িই শ্রেয়।"

এই ঐক্যচুক্তি প্রধানত এই কারণে স্বাক্ষরিত হয়েছিল যে বাইজেন্টীয় সম্রাট উসমানীয়দের বিরুদ্ধে পশ্চিমা সামরিক সহায়তার জন্য মরিয়া প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে অতি সামান্য (অথবা কোনো) সামরিক সহায়তাই আসছে না, তখন ঐক্যের প্রতি সমর্থন বিলুপ্ত হয়ে গেল। ১৪৫০–১৪৫১ সালে, কয়েকটি প্রাচ্য সিনড এই ঐক্য প্রত্যাখ্যান করে, এবং ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল পতনের পর ঐক্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। ফ্লোরেন্সের ঐক্য-ডিক্রির চূড়ান্ত পরিণামকে প্রাচ্য অর্থডক্স চার্চ একটি ব্যর্থ ও প্রত্যাখ্যাত কাউন্সিল হিসেবে বিবেচনা করে। এটিকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। তবে রোমান ক্যাথলিক চার্চ এখনও এটিকে একটি বৈধ সার্বজনীন কাউন্সিল বলে বিবেচনা করে।

আমরা এই যুক্তি স্থাপন করছি, যাতে বোঝা যায় কীভাবে দ্বিতীয় সর্বনাশের ভাববাণীমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ তৃতীয় সর্বনাশের ইতিহাসে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। প্রথম সর্বনাশের একশত-পঞ্চাশ বছরের ভাববাণী ১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই শুরু হয়েছিল এবং ১৪৪৯ সালের ২৭ জুলাই শেষ হয়েছিল।

১৪৪৯

কনস্টান্টিন একাদশ পালাইওলোগোস ১৪০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৪৯ সালের জানুয়ারি থেকে ১৪৫৩ সালের ২৯ মে পর্যন্ত শাসন করেন। তিনি পূর্ব রোমান (বাইজেন্টাইন) সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট ছিলেন, যে সাম্রাজ্য ১,১০০ বছরেরও অধিককাল স্থায়ী ছিল। ১৪৫৩ সালে উসমানীয় অবরোধের সময় তিনি প্রায় ৭,০০০ থেকে ৮,০০০ জন প্রতিরক্ষাকারী নিয়ে মেহমেদ দ্বিতীয়ের ৮০,০০০-এরও অধিক সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে কনস্টান্টিনোপলের প্রতিরক্ষা সাহসিকতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। ১৪৫৩ সালের ২৯ মে, যখন কনস্টান্টিনোপল অবশেষে পতিত হয়, তখন তিনি নগরপ্রাচীরে যুদ্ধ করতে করতেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দেহ কখনও নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা যায়নি। তাঁর মৃত্যু রোমান সাম্রাজ্যের অবসান নির্দেশ করে (খ্রিস্টপূর্ব ২৭ সালে অগাস্টাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের শেষ প্রত্যক্ষ ধারাবাহিকতা)।

তিনি গ্রিক ইতিহাস ও অর্থডক্স ঐতিহ্যে এক বীরোচিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্মরণীয়—কিংবদন্তিতে তাঁকে প্রায়ই "মার্বেল সম্রাট" বলা হয় (এই বিশ্বাস যে, একদিন তিনি কনস্টান্টিনোপলকে রক্ষা করতে ফিরে আসবেন)।

জন অষ্টম পালাইওলোগোস (১৩৯২–১৪৪৮) ছিলেন উপান্ত্য বাইজেন্টাইন সম্রাট, যিনি ১৪২৫–১৪৪৮ সাল পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। তিনি সম্রাট ম্যানুয়েল দ্বিতীয় পালাইওলোগোসের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং একাদশ কনস্টান্টাইনের অগ্রজ ভ্রাতা ছিলেন। জন অষ্টম তাঁর শাসনকালের অধিকাংশ সময় অটোমানদের হাত থেকে মৃত্যুপথযাত্রী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য মরিয়া প্রচেষ্টায় অতিবাহিত করেন। ১৪৩৯ সালে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ইতালিতে গমন করেন এবং ফ্লোরেন্স কাউন্সিলে সভাপতিত্ব করেন, যেখানে তিনি ও প্রাচ্য অর্থডক্স প্রতিনিধিদল সাময়িকভাবে রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে পুনরায় একত্রিত হতে এবং পোপকে চার্চের প্রধান হিসেবে স্বীকার করতে সম্মত হন। কনস্টান্টাইন দ্য গ্রেটও নাইসিয়ার কাউন্সিলে সভাপতিত্ব করেছিলেন। জন অষ্টম আশা করেছিলেন যে, পাপাসির সঙ্গে এই ঐক্য তুর্কিদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা সামরিক সহায়তা নিয়ে আসবে; কিন্তু কনস্টান্টিনোপলে ফিরে এই ঐক্য ছিল গভীরভাবে অজনপ্রিয় এবং শেষে পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। জন অষ্টম ১৪৪৮ সালে (স্বাভাবিক কারণে) মৃত্যুবরণ করেন, কনস্টান্টিনোপলের ১৪৫৩ সালে পতনের মাত্র পাঁচ বছর পূর্বে। এরপর তাঁর ভ্রাতা একাদশ কনস্টান্টাইন সম্রাট হন এবং নগরী রক্ষারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

১৪৪৮ সালে জন অষ্টমের মৃত্যু হলে তাঁর ভাই কনস্টান্টিন একাদশকে উত্তরসূরি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ১৪৪৮ সালের মধ্যে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য একটি ক্ষুদ্র ভাসাল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল, এবং কনস্টান্টিনোপলের সিংহাসনে কে বসবে সে বিষয়ে উসমানীয়দের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। ১৪৪৯ সালের ২৭ জুলাই, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তিম বছরগুলোতে এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে। বাইজান্টাইন সম্রাট জন অষ্টম পালাইওলোগোস এর আগেই ১৪৪৮ সালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর ভাই, কনস্টান্টিন একাদশ পালাইওলোগোস (শেষ সম্রাট), কনস্টান্টিনোপলে সম্রাট হিসেবে ঘোষিত হন। তবে, কনস্টান্টিন একাদশ আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করার আগে, তিনি উসমানীয় সুলতান (মুরাদ দ্বিতীয়)-এর নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং রাজত্ব করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সুলতান সেই অনুমতি প্রদান করেন, এবং কেবল তখনই কনস্টান্টিন একাদশকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুকুট পরিয়ে সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই কার্যকে বাইজান্টাইন স্বাধীনতার স্বেচ্ছা আত্মসমর্পণ হিসেবে দেখা হয়েছিল। প্রথমবারের মতো, এক বাইজান্টাইন সম্রাট প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন যে তিনি কেবল উসমানীয় তুর্কিদের অনুমতিক্রমেই শাসন করতেন। মাত্র চার বছর পর, ১৪৫৩ সালে, কনস্টান্টিনোপল উসমানীয়দের হাতে পতিত হয়।

১৪৪৯ সালের ২৭ জুলাইয়ের পর তিনশত একানব্বই বছর ও পনেরো দিন অতিক্রান্ত হলে, ১৮৪০ সালের ১১ আগস্টে, তুর্কিরা চারটি মহান ইউরোপীয় শক্তির নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মিশরের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রার্থনা করেছিল; এইভাবে এক ঘণ্টা, এক দিন, এক মাস এবং এক বছরের ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ হয়েছিল। এখন আমরা আসন্ন রবিবার-আইনের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বনাশ প্রয়োগ করার জন্য যুক্তির ভিত্তি স্থাপন করছি। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের প্রতীক হিসেবে পিতর তৃতীয় দূতের আন্দোলনকে প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং উইলিয়াম মিলার প্রথম ও দ্বিতীয় দূতের আন্দোলনকে প্রতিনিধিত্ব করেন। উভয় আন্দোলনই "চাবি"-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

> আর আমি দাউদের গৃহের চাবি তার কাঁধে অর্পণ করব; ফলে সে খুলবে, এবং কেউ বন্ধ করবে না; আর সে বন্ধ করবে, এবং কেউ খুলবে না। যিশাইয় ২২:২২।

> আর আমিও তোমাকে বলিতেছি, তুমি পিতর; এবং এই শিলার উপরে আমি আমার মণ্ডলী নির্মাণ করিব; এবং পাতালের দ্বারসমূহ তাহার বিরুদ্ধে প্রবল হইবে না। আর আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দিব; এবং তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু বাঁধিবে, তাহা স্বর্গে বাঁধা থাকিবে; এবং তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু খুলিবে, তাহা স্বর্গে খোলা থাকিবে। মথি ১৬:১৮, ১৯।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা নীনবেহের যুদ্ধের বিষয়টিকে সেই “চাবি” হিসেবে বিবেচনা করব, যা কেবল অতল গহ্বরই উন্মুক্ত করে না, বরং সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চাবি হিসেবেও কার্য করে, যা দানিয়েলে এগারোর সমগ্র সাক্ষ্যকে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলায় সুসমন্বিত করে। মিলারের স্বপ্নে সিন্দুকের সঙ্গে সংযুক্ত “চাবি” ছিল মিলারের বাইবেল অধ্যয়নের পদ্ধতি। মিলারীয় ইতিহাসের প্রমাণপাঠকে তৃতীয় দূতের ইতিহাসে “পংক্তির পর পংক্তি”-র সঙ্গে একত্রিত করা সেই চাবি, যা প্রকাশিতবাক্য নয়-এর চাবিকে অনুমতি দিয়ে চল্লিশতম পদের বহিরাগত বার্তার গুপ্ত ইতিহাসকে উন্মোচন করে শৃঙ্খলার মধ্যে সুসমন্বিত করতে।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা আমাদের আলোচনাগুলি অব্যাহত রাখব।

> “নবীর কাছে চাকার ভিতরে চাকা, এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত জীবন্ত প্রাণীদের আবির্ভাব—সবই জটিল ও ব্যাখ্যাতীত বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। কিন্তু চাকার মধ্যে অনন্ত প্রজ্ঞার হাত দেখা যায়, এবং তার কার্যফল হলো পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা। প্রত্যেক চাকা অন্য প্রত্যেকটির সঙ্গে নিখুঁত সামঞ্জস্যে কাজ করে।” Testimonies to Ministers, 214.